অন্তরের কঠোরতা

14 August-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

عَنْ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْحَقُ لِلْخَطَايَا مِنَ الْمَاءِ لِلنَّارِ، وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ۔

অনুবাদ: মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: পানি যত দ্রুত আগুন নিভিয়ে দেয়, নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা এরচেয়েও বেশি দ্রুত গুনাহ মুছে দেয় আর নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম। (তারিখে বাগদাদ, ৭/১৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্তর কেন কঠোর হয়ে যায়? অন্তরের কঠোরতার কি কি ক্ষতি রয়েছে? এর চিকিৎসা কিভাবে সম্ভব? اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা এই সম্পর্কে বিভিন্ন মাদানী ফুল অর্জন করার চেষ্টা করবো, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করার চেষ্টা করুন।

অন্তরের কঠোরতা কি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্তরের কঠোরতা এমন একটি অভ্যন্তরীণ রোগ, যার কারণে অন্যায় ভাবে হত্যা এবং না জানি কি কি গুনাহ সংঘঠিত হয়ে যায়, অন্তরের কঠোরতা কি? আসুন শ্রবণ করি! যেমনটি;

তাফসীরে "সীরাতুল জিনান" ৪র্থ খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অন্তরের কঠোরতার অর্থ হচ্ছে যে, মৃত্যু এবং পরকালকে স্মরণ না করার কারণে অন্তর এমন কঠোর হয়ে যায় যে, উপদেশ অন্তরে রেখাপাত করে না, গুনাহের প্রবণতা বেড়ে যায়, গুনাহ করতে লজ্জাবোধ হয় না এবং তাওবা করার প্রতি মনোযোগ থাকে না। **(সীরাতুল জিনান, ৪/৩৭০পৃ:)**

মনে রাখবেন! অন্তরের কঠোরতার রোগ কোন সাধারণ রোগ নয় বরং এটি এমন ক্ষতিকারক যে, কুরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে পাষান হৃদয়ের লোকের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন- ১ম পারা, সুরা বাকারা, ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِیَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ

(পারা ১, বাকারা, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর, এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো। তখন তা পাথর সমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর।

পাথরের চেয়েও কঠিন হৃদয়!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় যে কঠিন হৃদয়ের লোকদের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বনী ইসরাঈলের লোকদের, যারা হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে ছিলো, তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, বড় বড় নিদর্শন এবং হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযা দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহন করেনি, তাদের অন্তর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিলো বরং তার চেয়েও বেশি কঠিন, কেননা পাথরেও প্রভাব বিস্তার করে যে, এদের কোন কোনটি থেকে নদী প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর ফেটে যায় তখন তা থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং কোনটি খোদাভীতিতে গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ পাকের যেমন ইচ্ছা, কিন্তু মানুষ! যাকে অধিকহারে বোধশক্তি ও বিবেচনা করার জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যারা ইন্দ্রিয় ক্ষমতাবান, জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাদের সম্মুখে দলীলাদি দৃশ্যমান এবং শিক্ষা ও নসিহত অর্জনের সুযোগ রয়েছে কিন্তু তারপরও আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও উপাসনার দিকে আসে না। (সীরাতুল জিনান, পারা: ১, ১/১৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে মুবারকা:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্তরের কঠোরতা অনেক মারাত্মক একটি ব্যাধি এবং ক্ষতিকারক বিপদ। গুনাহের ব্যাধিতে আক্রান্ত করানোর মাঝে এই রোগের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো, তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪৪)** কেননা অন্তরের কঠোরতা গুনাহে বৃদ্ধি ঘটায়, অন্তরের কঠোরতা দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়, অন্তরের কঠোরতা ইবাদত ও তিলাওয়াত আর আল্লাহ পাকের যিকিরের স্বাদ মিঠিয়ে দেয়, অন্তরের কঠোরতা আল্লাহ পাকের রহমতকে দূর করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা দুর্ভাগ্যের আলামত, মোটকথা! এটা এমন এক রোগ, যার কারণে আরো অনেক জাহেরি ও বাতেনী রোগ জন্ম নেয়। বিভিন্ন হাদিস শরীফে এটার ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে। আসুন! এ সম্পর্কে আরও দু'টি হাদিস শরীফ শ্রবণ করি:

(১) "পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে অনেক দূরে থাকে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৬২ বাবু মিনহু, ৪/১৮৪, হাদিস: ২৪১৯)**

(২) "চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, (১) কান্না না আসা, (২) অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, (৩) দীর্ঘ আশা করা (৪) এবং দুনিয়ার লোভে পতিত হওয়া।" **(আল জামেউস সগীর, পৃষ্ঠা: ৬২, হাদিস: ৯২১)**

পাষাণ হৃদয়ের আলামত:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রতীয়মান হলো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব এবং সর্বদা দূর্ভাগ্যের একটি কারণ হলো অন্তরের কঠোরতা। আজকাল অধিকাংশ লোকদের পেরেশানী, বিপদাপদ, অর্থ সঙ্কট এবং ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতার হা-হুতাশ করতে দেখা যায়, চিন্তা করা উচিৎ যে, এসব বিপদের কারণ আমাদের অন্তরের কঠোরতা এবং এর কারণে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব তো নয়? আবার এমন তো নয় যে আমাদের অন্তরের কঠোরতা পাথরের চেয়েও বেশি কঠোর হয়ে গেছে আর আমরা সেই ব্যাপারে জানিও না? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক রোগের কিছু না কিছু আলামত থাকে, যার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অন্তরের কঠোরতারও কিছু আলামত রয়েছে। আসুন! তা থেকে কয়েকটি লক্ষণ শ্রবণ করি।

(১) ইবাদতে অলসতা করা!

অন্তর কঠিন হওয়ার একটি আলামত এটাও যে, মানুষ নেক আমল থেকে দূরে থাকে, যদি কখনো ইবাদতের সামর্থ্য হয়েও যায় তবে বিনয় ও নম্রতা ছাড়া তাড়াতাড়ি এভাবে নামায পড়ে যেনো খাঁচায় বন্দী পাখি, যে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক এভাবে অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব সমূহও বোঝা মনে হতে থাকে। অন্তরের কঠোরতার এই আলামত খুবই খারাপ, কেননা কুরআনে পাকে মুনাফিকদেরও একই আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন মনভোলা অবস্থায়।

আল্লাহ পাক আমাদের এই আপদ (অর্থাৎ অন্তরের কঠোরতা) থেকে মুক্তি দান করুক এবং আমাদের ইবাদত ও তিলাওয়াতে বিনয় ও নম্রতা এবং একাগ্রতা ও অটলতার দৌলত দান করুক ।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করা!

একইভাবে অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, যখন মানুষ ওয়াজ ও নসিহত এবং আখিরাতের স্মরণমূলক আলোচনা বা হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা পড়ে বা শোনে তো তার মনে পরকালের চিন্তা বা নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া।

(৩) আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, মানুষ চিরস্থায়ী আখিরাতের উপর এই দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করে এবং দুনিয়াকে নিজের সবকিছু ভেবে তাকে পেতে অস্তির হয়ে যায়, এর প্রতিফল এরূপ যে, সেই মানুষ দুনিয়ার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে, গুনাহের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় তার দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু অর্জন হয় না।

(৪) ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, যখন মানুষের সামনে আল্লাহ পাকের সীমালংঘন করা হয় এবং নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার মাধ্যমে গুনাহের বন্যা বয়ে দেয়, তখনও তার ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয় না

www.dawateislami.net

এবং সে এই মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করে না বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকাবস্থায় অন্তরে খারাপও জানে না তবে বুঝে নিতে হবে যে, তার অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আলামত এবং নিদর্শন সমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ধারনা করা যায় যে, অন্তরের কঠোরতা কিরূপ বিপদজনক রোগ, অন্তরের কঠোরতা এমন একটি রোগ, যা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে সরিয়ে নফস ও শয়তানের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অন্তরের কঠোরতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি পদ্ধতি হলো, মানুষ যেন সেই কারণসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, যা অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং তা নির্মূল করার চেষ্টাও করে। আসুন! এ থেকে কয়েকটি কারণ শ্রবণ করি।

দুনিয়ার ভালবাসা:

(১) অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ, দুনিয়ার ভালোবাসা, কেননা যখন দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষের অন্তরে ছেয়ে যায়, তখন অন্তর সেই দিকে মনোযোগি হতে থাকে অতঃপর যিকরুল্লাহ এবং ইবাদতে মন বসে না আর মানুষ দুনিয়ার খেল-তামাশায় এবং এর নশ্বর ঝাঁকজমকের মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমতো অযথা ও গুনাহের কাজের মধ্যে দুনিয়া ধ্বংস করে অতঃপর আখিরাতেও অপমান ও অপদস্তত তার পরিণতি হতে পারে।

(২) অন্তরের কঠোরতার আরেকটি কারণ, অহেতুক কথাবার্তা! বেশি কথা বলা বা চিন্তাভাবনা না করে বলা অন্যান্য আপদের পাশাপাশি

অন্তরের কঠোরতার কারণও, কেননা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো এই মুখ, এই মুখই মনের দরজা, যখনই মুখ চলবে মন ও মনন সেই দিকেই আকর্ষিত হয়, অহেতুক এবং অযথা কথাবার্তায় ব্যস্ততার কারণে মন ও মনন আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার, নিজের আখিরাত সাজানোর, মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না, এভাবেই অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কঠিন হয়ে যাবে। হাদিসে পাকে অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ অহেতুক কথাবার্তা বলার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! যিকরুল্লাহ ছাড়া অন্য বাক্য অধিকহারে বলো না! কেননা অধিকহারে কথাবার্তা বলা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্যে আল্লাহ পাকের দূরবর্তী সেই, যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।" **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৮৪, হাদিস ২৪১৯)**

(৩) অন্তরের কঠোরতার আরও একটি কারণ, অধিকহারে হাসা, হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিকহারে হাসিও না! কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত (অর্থাৎ কঠোর) বানিয়ে দেয়।" **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৬৫, হাদিস ৪১৯৩)** এবং অত্যাধিক হাসির ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরও ইরশাদ করেন: "অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাকো কেননা হাসি চেহারার উজ্জলতা দূর করে দেয়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদাব, ৩/৩৪০, হাদিস নং: ২৭)

(৪) অন্তরের কঠোরতার চতুর্থ কারণ, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন হওয়া কেননা প্রতিটি অন্তরের চারটি অবস্থা থাকে: (১) উচ্চতা (২) প্রশস্ততা (৩) হীনতা এবং (৪) কঠোরতা আর অন্তরের উচ্চতা

www.dawateislami.net

যিকিরুল্লাহর মধ্যে, এর প্রশস্ততা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়ার মধ্যে, এর হীনতা আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি ব্যস্ত হওয়ার মধ্যে এবং এর কঠোরতা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসিনতার মধ্যে। (শাহরায়ে আউলিয়া, ১০ পৃ:)

(৫) অন্তরের কঠোরতার আরও একটি কারণ, পেট ভরে খাওয়া, জি হ্যাঁ! পেট ভরে খাওয়াতে যেমনি ইবাদতে অলসতা এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তেমনি এটার আরো একটি ক্ষতি হলো, পেট ভরে খাওয়াটা অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হারেস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেই অভ্যাসগুলো অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, তার মধ্যে অধিক আহার করারও অন্তর্ভূক্ত।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৯২) হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অধিক আহার অন্তর কঠোর হওয়ার কারণ।"

(হিকায়াতেঁ অউর নসিহতেঁ, ৩৫০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি সমূহ:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মানুষ সর্বদা সেই বস্তু অর্জন করার চেষ্টায় থাকে, যাতে উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়, আর সেই বস্তু যা ক্ষতির কারণ, সকল বিবেকবান মানুষ এমন বস্তু থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। অন্তরের কঠোরতায়ও নিঃসন্দেহে কোন উপকারিতা নেই বরং শুধুই ক্ষতি আর ক্ষতি। যখন মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায় তখন সে কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে? আসুন! এটাও শুনে নিই। যেমনটি

প্রথম ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি হলো, মানুষ গুনাহে নির্ভীক হয়ে যায়, তার কবরের আতঙ্ক, কিয়ামতের ভয়, আখিরাতের হিসাব এবং জাহান্নামের আযাবের কোন পরওয়া থাকে না, সকল প্রকার উপদেশ থেকে উদাসিন হওয়ার পাশাপাশি এরূপ মানুষ নিঃশঙ্ক ও মুখে যা আসে বলে দেয়, এর ফলে অনেক সময় মানুষ আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবিব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিয়াদবি মূলক আচরণ করে ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তির মুখ নির্ভীক হয়ে যায়, সকল ভাল-খারাপ কথা বাধাহীন ভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, তখন বুঝে নিবেন যে, তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, তার কোন লজ্জা নেই। কঠোরতা হচ্ছে সেই বৃক্ষ, যার শিকড় মানুষের অন্তরে এবং সেটার শাখা প্রশাখা দোযখে। এরূপ নির্ভীক ব্যক্তির পরিণতি এমন হয় যে, সে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও বিয়াদব হয়ে অবশেষে কাফির হয়ে যায়।

(মিরআত, ৬/৬৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি এটাও যে, মানুষ আল্লাহ পাকের ইবাদত, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং নেক আমল থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়, অথচ আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ পাকের ইবাদত এবং নেক আমলের দিকে আগ্রহ রাখা। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জিন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

(পারা ২৯, মুলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরিক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

চিন্তা করুন! আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত এবং অধিকহারে নেক আমল করা, কিন্তু অন্তরের কঠোরতা এমন একটি রোগ যার কারণে মানুষ নিজের জীবনের লক্ষ্য পর্যন্ত ভুলে যায়।

তৃতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি এটাও যে, এর মারাত্মক প্রভাবে পূর্বের নেক আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ছয়টি বিষয় আমলকে নষ্ট করে দেয়। (১) সৃষ্টির ত্রুটি অন্বেষণে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কম হওয়া, (৫) দীর্ঘ আশা করা, (৬) অতিরিক্ত অত্যাচার।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়ায়িয, ১৬তম অংশ, ৮/৩৬, হাদিস: ৪৪০১৬)

চতুর্থ ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার আরও একটি ক্ষতি হলো, মানুষ আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি এবং তাঁর পক্ষ থেকে লানত (অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে

দূরত্ব) এর উপযুক্ত হয়ে যায়। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের দয়ালু ব্যক্তিদের নিকট কল্যাণ অন্বেষণ করো, তাদের নিকট অবস্থান করো এবং পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদের নিকট কল্যাণ চেয়ো না কেননা তাদের উপর লানত অবতীর্ণ হয়।" (আল মুসতাদরাক, ৫/৪৫৮, হাদিস: ৭৯৭৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমাদের কোন মারাত্মক রোগ দেখা দেয় তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই এবং এর থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসা শুরু করে দিই। কিন্তু অন্তরের কঠোরতা এমন মারাত্মক বাতেনী রোগ, যা দুনিয়া ধ্বংসের সাথে সাথে আখিরাতের অপমান ও অপদস্থতার কারণও হতে পারে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা স্বরূপ এমন কাজ করা, যা অন্তরকে কোমল করতে সহায়ক হয়। আসুন! এর মধ্য হতে কয়েকটি বিষয়ে শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি করুন!

অন্তরকে কোমল করার বিষয়াদির মধ্য হতে একটি হলো অধিকহারে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং যেই আয়াতে মুবারাকায় আল্লাহ পাকের আযাবের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এর বরকতে অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে এবং অন্তরও কোমল হবে। যেমনটি ২৩তম পারা, সুরা যুমার এর ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖۗ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ (পারা ২৩, যুমার, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের, পুনঃপুনঃ বর্ণনা সম্পন্ন, সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন রবকে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আগ্রহে।

সিরাতুল জিনান, ৮ম খন্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: এটা আল্লাহর ওলিদের একটি বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ পাকের যিকিরের কারণে তাঁদের লোম দাঁড়িয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (খাযিন, আয যুমার, ৪/৫৩-৫৪, ২৩নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া যে, আমাদেরও যেনো তাঁর প্রকৃত ভয় নসীব করেন। হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাকের ভয়ে বান্দার লোম দাঁড়িয়ে যায় তখন তার গুনাহ এভাবেই ঝরে পড়ে, যেভাবে শুকনো গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, আল হাদী আশার মিন শুয়াবিল ঈমান, ১/৪৯১, হাদিস: ৮০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সাহচর্য অবলম্বন করা:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্তরে নম্রতা সৃষ্টির একটি পদ্ধতি হলো, খারাপের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা এবং পরহেযগারদের সাহচর্য অবলম্বন করা। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেমন লোহা নরম হয়ে সরঞ্জামাদি, সোনা নরম হয়ে

অলঙ্কার, মাটি নরম হয়ে ক্ষেত-খামার এবং আটা নরম হয়ে রুটি ইত্যাদি তৈরী হয়, ঠিক তেমনই মানুষের মন নরম হয়ে ওলী, সূফী, আরিফ ইত্যাদি হয়ে থাকে। অন্তরের নম্রতা আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, অন্তরের এই নম্রতা বুযুর্গদের সাহচর্য এবং তাঁদের পবিত্র বাক্যালাপ দ্বারা নসিব হয়ে থাকে।” **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/২)** এবং নেককার লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করার আদেশ তো আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে পাকের **১১**তম পারায় সূরা তাওবার **১১৯** নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِيۡنَ

(পারা ১১, তাওবা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

তাফসীরে “সীরাতুল জিনান” এর ৪র্থ খন্ডের ২৫৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, এই আয়াত দ্বারা নেককার লোকদের সংস্পর্শে বসারও প্রমাণ পাওয়া যায়, কেননা তাঁদের সাথে থাকার একটি পন্থা হলো তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করার একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, তাঁদের আচরণ ও চরিত্র এবং উত্তম আমল সমূহ দেখে নিজেরও গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার তাওফিক অর্জিত হয় আর একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, অন্তরের কঠোরতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তাতে কোমলতা ও নম্রতা অনুভূত হয়ে থাকে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুকে স্মরণ করুন:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্তরে কোমলতা সৃষ্টির জন্যে আরও একটি পদ্ধতি হলো নিজের মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করা। হযরত

সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর দরবারে এক মহিলা অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে তখন তিনি এটার এই চিকিৎসা বর্ণনা করেন: "মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো, তোমার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে।" সে কিছুদিন এরূপ করলো অতঃপর যখন তার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হয়ে গেলো তখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। **(ইত্তিহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাকীন, ১৪/২৪)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের নিজেদের মৃত্যুকে কখনো ভুলে থাকা উচিৎ নয় এবং দুনিয়ার ভালোবাসার পিছু ছেড়ে জীবনের বাকি দিনগুলো আল্লাহ পাকের বেশি বেশি ইবাদত, আখিরাতের ভাবনা এবং মৃত্যুকে স্মরণ রাখার পাশাপাশি এর প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযিলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫,)**

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর "১০১ মাদানী ফুল" পুস্তিকা থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল সুরমার মধ্যে উত্তম হলো "ইসমাদ", কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি

প্রখর করে আর পলক গজায়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তোহফা, ৪/১১৫, হাদিস: ৩৪৯৭) * পাথরী সুরমা ব্যবহারে কোন সমস্যা নাই এবং কালো সুরমা বা কাজল সৌন্দর্যের (নিয়্যতে) পুরুষের লাগানো মাকরূহ এবং সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য না হলে তবে নিষেধ নয়। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫৯) * সুরমা ঘুমানোর সময় ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/১৮০) * সুরমা ব্যবহার করার তিনটি বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাকা, (২) কখনো ডান চোখে তিন আর বাম চোখে দুই শলাকা, (৩) কখনো উভয় চোখে দুই শলাকা করে অতঃপর শেষে এক শলাকায় সুরমা লাগিয়ে তাই উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮, হাদিস: ৬৪২৮) * এভাবে করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটি সুন্নাতের উপর আমল হতে থাকবে। * সম্মানিত যত কাজ রয়েছে তা সবই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন, অতএব প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগান অতঃপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد